যদি ভালোবাসা যেতে বলে

যদি ভালোবাসা যেতে বলে

রুদ্র গোস্বামী

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : চারু পিন্টু

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Jodi Valobasa Jete Bole by Rudra Goswami
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2021

Price : 150.00
US $ 05

ISBN 978 984 95481 7 1

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

মন ভেঙে গেলে যারা হারে না, মন ভেঙে গেলে যারা মরে না,
এই গ্রন্থের প্রতিটি কবিতা তাদের।

অন্যান্য বই

কাব্যগ্রন্থ : অভিযোগ নেই, ভালোবাসব বলেই, ভালো থেকো মন, তবুও বৃষ্টি নামুক।
অনুকবিতা : কথাটি ছিল।
উপন্যাস : ঘুম ভাঙছেই, জল পেরচ্ছে রোদ্দুর।

সূচিপত্র

সে এলে ১১
আজ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে ১২
হৃদয়ের কাছে কৃতজ্ঞ আমি ১৩
হাওয়ার কথা ১৪
কোনও প্রশ্ন নেই অভিরূপ ১৫
কিছুটা অন্ধকার চাই অভিরূপ ১৬
আজ মা চলে গেল অভিরূপ ১৭
ভ্রমণ ১৮
কিছু একটা হোক ১৯
প্ররোচনা ২০
একবার ঘুরে তাকাও ২১
বারবার সামনে এসো না ২২
হাওয়ায় ছিল বিষ ২৩
পাখি ২৪
হৃদয় বলল তাই ২৫
আবার কখনও দেখা হবে ২৬
যত্ন ২৭
শব্দ ২৮
জীবন ২৯
অসময় কেটে গেলে ৩০
ভিক্ষে ৩১
পহেলা ফাল্গুন ৩২
নালিশ ৩৩
স্বপ্ন ৩৪
একাকিত্ব ৩৫
ডাক ৩৬
কান্না ৩৭
বিরহ ৩৮
কাছের কেউ ৩৯
হৃদয়ের কাছে ৪০
কাঁটা ৪১
সুখ ৪২
যদি মনে না থাকে ৪৩
সাধারণ শুভেচ্ছা ৪৪
গান স্যালুট ৪৫
ভালো স্মৃতি ৪৬
আজ আর ঘুম হবে না ৪৭
কেন এত বিষাদ ছুঁয়ে দিল? ৪৮
সুবর্ণরেখার কাছে ৪৯
মনের মানুষ ৫০
প্রজাপতি ৫১
প্রতিশ্রুতি ৫২
জলপাই পাতা ৫৩
বেশি কিছু চায়নি মেয়েটি ৫৪
মানুষ চলে গেলে ৫৫
যদি ভালোবাসা যেতে বলে ৫৬
ভালোবাসা এলে ৫৭
আলো ৫৮
ঠিকানা বদল ৫৯
তুমি ৬০
একটা শূন্যতার জন্য ৬১
মানুষ পুরনো হয় না অরুণিমা ৬২
ঢেউ ৬৩
শ্লোক ৬৪

ম্যাজিকে নয় প্রেম যত্নে টেকে

সে এলে

সে এলে আজ কী নিয়ে কথা হতে পারে?
আত্রলিতার খোলা চিঠি? ডিউকের আত্মহত্যা?
অথবা বিলি মরিসনের পিয়ানো?
কী নিয়ে আজ তার সাথে কথা হতে পারে!
হেনরিয়েটার ভাঙা আয়না? বন্দরে নোঙর করা যুদ্ধজাহাজ?
কিংবা কাঁসাইয়ের ঘাটের সেই দুরন্ড় প্রেমিক-প্রেমিকা?
সে এলে সব যুদ্ধকে বুকে নিয়ে কাঁপি, সব রহস্যকে গুছিয়ে রাখি।
তামাম আত্মহত্যারা আমার গুপ্ত কুঠুরিতে ভিড় করে।
একটা মনের কথা বলার জন্য রোজ এত যুদ্ধ, এত আত্মহত্যা,
এত রহস্য বুকের মধ্যে নিয়ে কি বাঁচা যায়?

আজ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে

আজ এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে।
ট্র্যাফিকটা বড়ো ঝামেলা পাকাল। শহর তো নয় যেন গাড়ির অরণ্য!
গাছেদের তবু নিয়ম আছে, তারা কেউ কারও গায়ে ঘেঁষে থাকে না।
এই শহর যত বেশি নিয়ম মানে, তার থেকে বেশি ভাঙে।
শুধু তুমি আছ তাই এ শহরকে বেপরোয়া সুন্দর লাগে।
শুধু তুমি আছ তাই এ শহর আমাকে বেঁধে রাখে হরিণ মায়ায়।

আজ অনেকক্ষণ ধরে আমার ওপরে বিরক্ত হলে।
কিন্তু ভেবে দেখো, চাকাওয়ালা খাঁচার মধ্যে বন্দি একটা মানুষ
যার গন্তব্য শুধু তুমি, যার চাওয়াপাওয়া শ্বাসপ্রশ্বাস,
হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুধু তোমার দিকে ছুটে চলছে,
তোমাকে অপেক্ষায় রেখে সে কি সুখী থাকতে পারে?

আজ খুব বেশি সুন্দর লাগছে তোমাকে। মুখ তোলো, তাকাও,
অনেকক্ষণ ধরে এ হৃদয় খুব কষ্টে আছে।

হৃদয়ের কাছে কৃতজ্ঞ আমি

তোমাকে না দেখলে কী প্রচণ্ড অভাবে থাকি হৃদয় জানে।
আমার সামনে সকালের অপূর্ব গুলমার্গ, বরফের ওপরে ছারখার রোদ!
কী যে আলো! কী যে অপূর্ব লাগছে এই দৃশ্য! এখানেও তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম।
অভাব বড়ো বেহায়া, যা কিছু তার চাই কাছে না পেলেও যে-কোনও উপায়ে সে পুষিয়ে নেবে।
চারদিকে কত লোক! কেউ তারা আমার মতো নয়। সবাই এই অপূর্ব দৃশ্য পিয়াসি।
এই যে বরফের ওপরে রোদের স্রোত, তোমার হাসির মতো সুন্দর নয়।
এই যে লোকেদের চকচকে চোখ, তোমার চোখের কাছে ম্লান।
এই যে দিগ্‌দিগন্তের বিশালতা তার থেকেও অনাবিল সুন্দর তুমি।
এই অপূর্ব সকালে, হৃদয়ের কাছে কৃতজ্ঞ আমি। এই যে হৃদয় এখানে তোমাকে নিয়ে এলো।

হাওয়ার কথা

হাওয়ার কথা আর কী বলি
যেদিকে উষ্ণতা পাবে হাওয়া তো সেদিকেই যাবে।
হাওয়া নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।
হাওয়ার থেকে যে শ্বাস নিই তার জন্য কৃতজ্ঞতা থাক।

মন তো এমনিই যায় না, যে দিকে শুশ্রূষা পায় সেদিকেই গড়ায়।
মনের সঙ্গে চোখের বড়ো অদ্ভুত যোগ
একবার যদি মুগ্ধ হয়ে যায়...
মুগ্ধতা নিয়েও কথা বলব না। চোখের প্রতি কৃতজ্ঞতা থাক।

যে কথা বলতে এসেছি,
তোমার সঙ্গে এতদিন এই যে জানাজানি হলো
এটুকু কি প্রেমের যোগ্য নয়?

কোনও প্রশ্ন নেই অভিরূপ

পাখিও তার বাসার ভেতরে খসে যাওয়া পালক রাখে না
অথচ মানুষ তার ভুল স্মৃতিগুলোকেও বুকের ভেতরে আগলে রাখে।
আগলে রাখাটা একটা মানবিক রোগ অভিরূপ, এ রোগ সবার থাকে না।
কেঠো পাঁজরের নিচে বসন্তের মতো ফুলেল স্মৃতি।
বসন্ত তবু বারবার ফিরে আসে কিন্তু মানুষ কোনও ঋতুর মতো নয়,
মানুষ নিজের মতো যাযাবর।

শরীরের মতো মনের শিরদাঁড়া নেই অভিরূপ,
সামান্য আঘাতেই দুমড়ে-মুচড়ে যায়।
একটি সাধারণ মেয়েকে কেন আঘাতের সাম্রাজ্য দিলে?
আঘাতে আঘাতে এ হৃদয় বিষ হয়ে আছে। যদি ভুল করেও ফিরে আসো,
এই হৃদয়ের কাছে কী পাবে?

মৃত্যুর মতো সব শোকের স্মরণসভা হয় না অভিরূপ
অথচ হৃদয় ভাঙার শোক মৃত্যুর থেকেও বড়ো। এ শোকের সান্ত্বনা নেই।
চোখ নষ্ট হলেও মানুষ মনের চোখে বাঁচে অভিরূপ,
যার মন নষ্ট হয়ে গেল সে কী নিয়ে বাঁচে?
এই পৃথিবীর আশ্চর্যতম এক মানুষ আমি, শ্বাসপ্রশ্বাস আছে অথচ প্রাণ নেই।

আর কোনও প্রশ্ন নেই অভিরূপ, আর কোনও অভিযোগ নেই
যেটুকু শ্বাস বাকি আছে আজ সেটুকু দিয়ে তোমাকে অভিশাপ দিই,
আমি ছাড়া যদি অন্য কারো প্রেমে পড়ো,
তবে সুখের অসুখ তোমাকে ছারখার করে দিক।

কিছুটা অন্ধকার চাই অভিরূপ

কোনও বিচ্ছেদেই মানুষ কাঁদে না।
যে যায় সে তার সেরা গুণগুলোকে রেখে যায়,
মানুষ চোখের জলে ধুয়ে তাকে হীরের মতো ঝকঝকে করে রাখে।
আমার চারপাশে অজস্র হীরের দ্যুতি অভিরূপ।
আলোকে কে অস্বীকার করতে পারে?
নিজেকে লুকনোর জন্য অন্ধকার নেই, স্বপ্ন দেখার জন্য অন্ধকার নেই,
এক জীবনে এত আলো তো আমি চাইনি।
ঘুমনোর জন্য কিছুটা অন্ধকার চাই অভিরূপ,
এত আলোয় কেউ ঘুমোতে পারে?